রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৩৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮০৫—৮২৪	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৪১—১১৬৭	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৬১—১১৯৬	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২ ভাদ্র ১৪৩২/১৭ আগস্ট ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৪৮.২০২৫-৫০৬**—যেহেতু, জনাব কানন ধর, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষক, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট; (ঘটনাকালীন কর্মস্থল-হাটহাজারী, চট্টগ্রাম) এর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম রেঞ্জের স্মারক নং ১৫৮৯, তারিখ ২৬-০৪-২০২৩ খ্রি. মূলে প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনে সিভিল পোশাকে অফিস করা এবং নিয়মিত অফিস না করার অভিযোগ সত্যতার প্রেক্ষিতে স্মারক নং ২১০৮, তারিখ: ১৮-০৯-২০২৩ খ্রি. মূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জবাব চাওয়া হয়। উল্লিখিত ঘটনায় তার লিখিত জবাব ও সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক ০৩ (তিন) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" অর্থাৎ বর্তমান মূল বেতন ১১,৮৯০/- হতে ৯,৭০০/- টাকায় এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

০২। যেহেতু, ০৬-০৮-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ধরন, গুরুত্ব ও মাত্রা এবং নবীন কর্মকর্তা ইত্যাদি সার্বিকভাবে বিবেচনা করে দণ্ড হ্রাস করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়;

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

০৪। সেহেতু, জনাব কানন ধর, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষক, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট; (ঘটনাকালীন কর্মস্থল-হাটহাজারী, চট্টগ্রাম)-কে প্রদত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসাবে ০৩(তিন) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দণ্ডাদেশ হ্রাস করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক "০১(এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ডের আদেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১১০.২৪-৫০৭**—যেহেতু, জনাব মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস, বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৭৫, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, খুলনায় সংযুক্ত আছেন। তিনি রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, খুলনার প্রজ্ঞাপন নং-১৪৪, তারিখ-১৩-০২-২০২৪ তারিখ মূলে গত ১৬-০২-২০২৪ হতে ১৭-০২-২০২৪ তারিখ ২(দুই) দিনের কর্মস্থল ত্যাগের উদ্দেশ্যে অনুমতি গ্রহণপূর্বক কর্মস্থল ত্যাগ করেন। নিয়মানুযায়ী ১৮-০২-২০২৪ তারিখ কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়ার কথা থাকলেও তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে কর্মস্থলে গরহাজির থাকেন এবং গত ১৩-০৩-২০২৪ তারিখ কর্মস্থলে যোগদান করেন। নিজ স্বাক্ষরকৃত যোগদান প্রতিবেদনে কারণ হিসেবে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিলম্বে কর্মস্থলে যোগদানের কথা উল্লেখ করেন। উক্ত সময় শারীরিক অসুস্থতার কোন ডাক্তারী সনদ উপস্থাপন করেননি। এছাড়া তিনি গরহাজিরকালীন শারীরিক অসুস্থতার বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। তিনি রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, খুলনায় সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় সংযুক্তকালীন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ২৪ (চব্বিশ) দিন কর্মস্থলে গরহাজির ছিলেন। উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' পর্যায়ভুক্ত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং গত ২২-০৬-২০২৫ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮. ২৭.১১০.২৫-৩৫৭ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয় এবং এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা জানতে চাওয়া হয়;

০২। যেহেতু, জনাব মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস, বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৭৫, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, খুলনায় সংযুক্ত, লিখিত জবাব দাখিল করেন; এবং

০৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি ও কাগজপত্র পর্যালোচনায় তার জবাব সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়নি। তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তার ক্ষেত্রে লঘুদণ্ড আরোপযোগ্য বলে বিবেচিত হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস, বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৭৫, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, খুলনায় সংযুক্ত-কে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (খ) বিধি মোতাবেক তাকে "০১ (এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা" নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির মেয়াদ অর্থাৎ ১৮-০২-২০২৪ হতে ১২-০৩-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হবে। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৪৭.২০২৫-৫০৮**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রিজাউল হক, (বিপি-৭৭০১০০৬৩১২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, সিলেট ইতোপূর্বে অফিসার ইনচার্জ আশুলিয়া থানা, ঢাকা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে একই থানায় কর্মরত এসআই/সৈয়দ মেহেদি হাসান, বিপি-৯১১৭১৯৯৪২২ গত ১৪-০৬-২০১৯ খ্রিঃ সন্ধ্যা আনুমানিক ১৯:০০ ঘটিকায় আশুলিয়া থানাধীন জিরানী বাজার এলাকায় সঙ্গীয় ফোর্সসহ ওয়ারেন্ট তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার সংক্রান্ত অভিযান পরিচালনা করেন। উক্ত অভিযান পরিচালনাকালে হাইম্যাক্স ইউনানী ল্যাবরেটরিজ লিঃ কোম্পানির কাগজপত্রহীন ভেজাল ঔষধ সামগ্রী বিক্রয়ের অপরাধে স্থানীয় বিক্রয় প্রতিনিধি মোঃ রবিউল ইসলাম ও পাভেলকে গ্রেফতার করেন। তিনি আটককৃতদের যথাসময়ে থানায় রক্ষিত জিডি এন্ট্রির মাধ্যমে থানা হাজতে প্রেরণ না করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাইয়ের অযুহাতে দীর্ঘ বিলম্বে অর্থাৎ আনুমানিক রাত ০১.০০ ঘটিকায় থানা হাজতে রাখেন। আটককৃত পাভেলের বড় ভাই রাসেল ও সংশ্লিষ্ট হাইম্যাক্স ইউনানী ল্যাবরেটরিজ লিঃ কোম্পানির স্থানীয় ব্যবস্থাপক এবং অভিযোগকারী এনামুল হক এতদসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র উপস্থাপন করলে গত ১৫-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ আনুমানিক ১৩.০০ ঘটিকায় জিডিতে কোনরূপ তথ্য এন্ট্রি ব্যতিরেকে মুচলেকা গ্রহণের মাধ্যমে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের নির্দেশনা মতে থানা হতে ছেড়ে দেন। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক বর্ণিত বিষয়টি সংক্রান্ত সম্যক অবহিত থাকা সত্ত্বেও উল্লিখিত ব্যক্তিদের নিজ নিজ কর্মস্থল হতে আটক অতঃপর দীর্ঘ বিলম্বে থানা হাজতে প্রেরণ, এতদবিষয়ে কোনরূপ তথ্য জিডিতে এন্ট্রি না করে এমনকি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ব্যতিরেকে আটককৃতদের থানা হতে ছেড়ে দেয়ায় বিষয়টি আইন-বিধির পরিপন্থী, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্যের শামিল। তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "১(এক) টি ইনক্রিমেন্ট (০১ বছরের জন্য) স্থগিত" আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

০২। যেহেতু, ০৬-০৮-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রিজাউল হক, (বিপি-৭৭০১০০৬৩১২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) সাবেক অফিসার ইনচার্জ, আশুলিয়া থানা, ঢাকা জেলা বর্তমানে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, সিলেট কে প্রদত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) ২০১৮ এর বিধি ৪ এর ২(খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "আগামী ০১(এক) টি ইনক্রিমেন্ট (০১ বছরের জন্য) স্থগিত" রাখার আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৪ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১-৭৯৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান, বিপি-৭৭১০১২৬৮৩৯, সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার, আরপিএমপি, রংপুর বর্তমানে ২ এপিবিএন, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ১৪-১০-২০২৪ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

সেহেতু, জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) অনুসারে যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায়ন (Desertion)" এর শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ১৪-১০-২০২৪ তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

তারিখ : ২ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৭ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১-৮০৩—যেহেতু, নিম্নবর্ণিত ১৮ (আঠারো) জন কর্মকর্তা তাদের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখ থেকে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন :

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ
১।	জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার) (বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা	০৫-০৮-২০২৪
২।	জনাব সঞ্জিত কুমার রায়, বিপিএম, পিপিএম (বিপি-৭২০৩০২৭৮০৭), যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (এ্যাডিশনাল ডিআইজি), ডিএমপি, ঢাকা	১৫-০৮-২০২৪
৩।	জনাব রিফাত রহমান শামীম, পিপিএম (বার) (বিপি-৭৩০৫১০০৯৯৯), সাবেক যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা বর্তমানে অ্যাডিশনাল ডিআইজি, রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, চট্টগ্রামে সংযুক্ত	১৮-০৮-২০২৪
৪।	জনাব কাজী আশরাফুল আজীম, পিপিএম-বার (বিপি-৭৫০৫১১৬৪৮৯), পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, চট্টগ্রামে সংযুক্ত ও সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা	১৪-০৮-২০২৪
৫।	জনাব হাসান আরাফাত, বিপিএম, পিপিএম (বিপি-৮৩১০১২৬৮৭৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, খুলনা	১৯-১০-২০২৪
৬।	জনাব সৈয়দ নুরুল ইসলাম, বিপিএম (বার), পিপিএম (বিপি-৭১০১১০৮১৮৮), সাবেক ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ ও বর্তমানে ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী	২৬-০৯-২০২৪
৭।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, বিপিএম, পিপিএম-বার (বিপি-৭৭০৬১২১৭০১), সাবেক পুলিশ সুপার, ঢাকা জেলা বর্তমানে পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে সংযুক্ত	২২-০৯-২০২৪
৮।	জনাব মোহাম্মদ জায়েদুল আলম, বিপিএম, পিপিএম-বার (বিপি-৭৫০৩০২৭৮৫৫), অতিরিক্ত ডিআইজি, এপিবিএন ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়ি	১৪-১১-২০২৪
৯।	জনাব মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন, বিপিএম, পিপিএম-সেবা (বিপি-৭৫০৫১১৭০৮০), অ্যাডিশনাল ডিআইজি, এপিবিএন (পার্বত্য জেলাসমূহ)	০৯-০২-২০২৫
১০।	জনাব শ্যামল কুমার মুখার্জী, পিপিএম (বিপি-৭৭০৩১১৬১৩৯), অতিরিক্ত ডিআইজি, রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রাজশাহীতে সংযুক্ত	২২-০১-২০২৫
১১।	জনাব আয়েশা সিদ্দিকা, পিপিএম-সেবা, পিপিএম (বিপি-৭৬০৫১০১৯৪৪), পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় রাজশাহীতে সংযুক্ত	১২-০২-২০২৫
১২।	জনাব রাজন কুমার দাস (বিপি-৮৪১২১৪৭৭২৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৮ এপিবিএন, উখিয়া, কক্সবাজার	৩১-১২-২০২৪
১৩।	জনাব মির্জা সালাউদ্দিন পিপিএম (বিপি-৮২১২১৪৭৭২৭), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ঢাকা	১১-১০-২০২৪
১৪।	জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ দালাল (বিপি-৭৭০৬১১৯৭০৫), সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ঢাকা	০১-০২-২০২৫
১৫।	জনাব রাশেদুল ইসলাম, পিপিএম (বার) (বিপি-৮৭১২১৪৭৭৭৫), অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, বিএমপি, বরিশাল	০৯-০৩-২০২৫
১৬।	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান (বিপি-৬৯০১১১৯৭৩৬), অতিরিক্ত ডিআইজি, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা	১২-০৮-২০২৪
১৭।	জনাব মোঃ আবু মারুফ হোসেন বিপিএম-সেবা (বিপি-৭৯০৬১২৪৩৭৬), সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, আরপিএমপি, রংপুর বর্তমানে এটিইউ, ঢাকা	০৩-১০-২০২৪
১৮।	জনাব মহাঃ আশরাফুজ্জামান, বিপিএম (বিপি-৬৯৯৮০১০০৪৮), ডিআইজি (কমান্ড্যান্ট)	০৭-০৫-২০২৫

সেহেতু, উপরোক্ত ১৮ (আঠারো) জন কর্মকর্তাকে-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) অনুযায়ী "পলায়ন (Desertion)" এর শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী তাদের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখ হতে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো :

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৩ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪-১০৩৬**—রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া মডেল থানার মামলা নং-২১, তারিখ: ১১-০৯-২০২১ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ১০/১২/১৩ ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সুপারিশের আলোকে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিচারাধীন আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট সত্য (FRT) দাখিলের নিমিত্ত সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০২৫)-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিউল আলম
সহকারী সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ ভাদ্র ১৪৩২/১৮ আগস্ট ২০২৫

নং **৩৪.০০.০০০০.০৫১.০৪.০২৬(ডিপি নং-৪).২৪.২৯৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ রোকন উদ্দিন ভূঞা, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ভোলায় কর্মরত আছেন; যেহেতু তিনি ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ৪১১২২০২ নং কোডে কম্পিউটার ও আনুষংগিক খাতে বরাদ্দকৃত ৯৪,০০০/- টাকা খুচরা যন্ত্রাংশ দেখিয়ে উত্তোলন করে স্পেসিফিকেশন মোতাবেক তিনি ল্যাপটপ ক্রয় করেননি; যেহেতু, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩২৫৫১০১ নং কোডে কম্পিউটার সামগ্রী খাতে বরাদ্দকৃত ৮৬,৭৬০/- টাকা দিয়ে খুচরা যন্ত্রাংশ দেখিয়ে তিনি কম্পিউটার ক্রয় করেননি; যেহেতু, অফিসের নামে ক্রয়কৃত ল্যাপটপ বদলিজনিত কারণে তিনি অফিসে জমা প্রদান করেননি; যেহেতু ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করার জন্য দুটি ফেসিয়াল চেয়ার ক্রয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ২০,০০০/- টাকা উত্তোলন করে ফেসিয়াল চেয়ার ক্রয় করেননি;

০২। যেহেতু, বিগত অর্থবছরে ০৬টি সিলিং ফ্যান ক্রয়ের বিল উত্তোলন করলেও বাস্তবে তিনি ২টি সিলিং ফ্যানের ক্রয় করে ৪টি সিলিংফ্যান ক্রয় না করে বাকি টাকা আত্মসাত করেছেন; যেহেতু ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪১১২৩১০ নং কোডে অফিস সরঞ্জামাদি খাতের ৭৫,০০০/- টাকা দিয়ে ৩টি জুকি/জোকি সেলাই মেশিন ক্রয়ের বিল উত্তোলন করলেও বাস্তবে ২টি ক্রয় করে ১টি সেলাই মেশিন ক্রয় না করে বাকি টাকা তিনি আত্মসাত করেছেন; যেহেতু, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪১১২৩১৪ নং কোডে আসবাবপত্র খাতের ৭৫,০০০/- টাকা দিয়ে ০৭টি Vistor Chair এবং ০১টি Swivel Chair ক্রয়ের বিল উত্তোলন করলেও বাস্তবে ৭টি Vistor Chair ক্রয় না করে তিনি সকল টাকা আত্মসাত করেছেন; যেহেতু, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা পোশাক তৈরির উদ্দেশ্যে (১ম থেকে ৪র্থ ব্যাচ পর্যন্ত) ১৫,০০০/- টাকা দিয়ে কাপড় ও সেলাই এক্সেসরিজ ক্রয় করে তৈরিকৃত পোশাক বিক্রিত মূল্যের টাকা (৩০% লেসে) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেননি; যেহেতু, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ইম্প্যাক্ট (ফেইজ-৩) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন খাতে ৮৮,৫০০/- টাকা হতে ৪৮৪০০/- টাকা উত্তোলন করে কোনো মালামাল ক্রয় না করে তিনি আত্মসাত করেছেন এবং উক্ত প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে অশোভন আচরণ করেছেন; যেহেতু, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৪১১২২০২ নং কোডে কম্পিউটার ও আনুষংগিক খাতের ৯৫,৮০০/- টাকা উত্তোলন করা হলেও কোনো প্রকার কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় না করে তিনি উক্ত টাকা আত্মসাত করেছেন;

০৩। যেহেতু, জনাব মোঃ রোকন উদ্দিন ভূঞা, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ভোলা (পূর্ববর্তী কর্মস্থল: উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১০-০৭-২০২৪ খ্রি. তারিখের ৩৪.০০.০০০০.০৫১.০৪.০২৬.(ডিপি নং-০৪).২৪.১২৮৬ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয়;

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে ১০ কর্মদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল না করায় এবং সময় বৃদ্ধির কোনো আবেদন না করায় এ মন্ত্রণালয়ের ১৩ আগস্ট ২০২৪ খ্রি. তারিখের ৩৪.০০.০০০০.০৫১.০৪.০৩০(ডিপি নং-৪)২৪.১৩১৬ নং স্মারকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করে গত ২৫-০৯-২০২৪ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত বা বিধিতে বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

০৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রোকন উদ্দিন ভূঞা, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ভোলা (পূর্ববর্তী কর্মস্থল: উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ) ২৮ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তার দাখিলকৃত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ১৬ জুন ২০২৫ খ্রি. তারিখের

৩৪.০০.০০০০.০৫১.০৪.০৪৬.২৫.২১১ নং স্মারকে নোটিশ জারি করা হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৮-০৬-২০২৫ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিতে হাজির হন। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্ত কর্তৃক দাখিলকৃত ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) এবং ৩(ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী ০১ (এক) বছরের জন্য 'তিরস্কার' দণ্ডারোপ এবং একই বিধিমালার ৪(২)(গ) মোতাবেক অভিযুক্ত কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৪,৬০,৯৬০/- (চার লক্ষ ষাট হাজার নয়শত ষাট) টাকা তার বেতন হতে প্রতিমাসে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা কর্তনের পর অবশিষ্ট আত্মসাৎকৃত টাকা তার আনুতোষিক হতে কর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

০৬। সেহেতু, জনাব মোঃ রোকন উদ্দিন ভূঞা, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ভোলা (পূর্ববর্তী কর্মস্থলঃ উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) এবং ৩(ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী ০১ (এক) বছরের জন্য 'তিরস্কার' দণ্ডারোপ করা হলো। একই বিধিমালার ৪(২)(গ) মোতাবেক অভিযুক্ত কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৪,৬০,৯৬০/- (চার লক্ষ ষাট হাজার নয়শত ষাট) টাকা তার বেতন হতে প্রতিমাসে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা কর্তনের পর অবশিষ্ট আত্মসাৎকৃত টাকা তার আনুতোষিক হতে কর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

০৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব-উল-আলম
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩১ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১০.২৩.১৫০—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	আলামদী	০১	১৬৮৭	০৩	উজিরপুর	বরিশাল	
২	কার্ফা	২৭	৯৭৮	০২	উজিরপুর	বরিশাল	
৩	পূর্ব্ব ধামসার	৬৯	৬৯৯	০১	উজিরপুর	বরিশাল	
৪	বৈরকাটী	১১৬	৮৮০	০১	উজিরপুর	বরিশাল	
৫	আলোকদিয়া	১৮	৩৪৫	০১	ঝালকাঠী সদর	ঝালকাঠী	মহামান্য হাইকোর্টে ৬২৫৬/২০০৩ নম্বর রিট মামলা থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট বিএস ১৬৬,৩১২,৩৪৪ ও ৩৪৫ নম্বর খতিয়ান ব্যতিত।
৬	গৌরীপাশা	২৬	৭৬৪	০১	নলছিটি	ঝালকাঠী	
৭	সূর্য্যপাশা	৫৫	১২৪৩	০২	নলছিটি	ঝালকাঠী	
৮	সরমহল পুনিহাট	১০১	১০৭৫	০২	নলছিটি	ঝালকাঠী	
৯	ভরত কাটী	১২৯	১২২৯	০১	নলছিটি	ঝালকাঠী	
১০	উত্তর জুর কাটী	১৩০	৫৯১	০১	নলছিটি	ঝালকাঠী	
১১	জামিরালতা	৬৮	১৩৩৮	০৭	ভোলা সদর	ভোলা	
১২	নবীপুরা	৭১	১৮৫৫	১৮	ভোলা সদর	ভোলা	
১৩	চর রতনপুর	৭৫	২২১৫	০৩	ভোলা সদর	ভোলা	
১৪	উত্তর দীঘলদী	১০২	৪৯৯৪	০৪	ভোলা সদর	ভোলা	
১৫	রামকেশব	৩৭	১২৩৫	০১	বোরহানউদ্দিন	ভোলা	
১৬	বড়পাতা	৪১	১৫৮৪	০২	বোরহানউদ্দিন	ভোলা	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৪ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১১.২৪.১৫৩—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	চিরাত	৬৩	৪৮৬	০১	পাবনা সদর	পাবনা

তারিখ: ০২ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৭ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১১.২১.১৫৬—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	পাড়াগাঁও	৩০	২৪৪৬	০৯	ভালুকা	ময়মনসিংহ

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭১.১৯.১৫৭—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	ফরিঙ্গাউরা	৫০	১৭১১	০৪	সিলেট সদর	সিলেট	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৪১৭৫/২০, ১০৩৫৫/২০, ৮৬৯৩/২২, ৯৩০/২৩ ও ৩৩৭৮/২৩ নং রিট পিটিশন থাকায় ১০০৭, ১৭, ৮৩৭, ৩২৩, ২৫০ ও ৭৪৫ নং আর এস খতিয়ান এবং দুদক সিলেট কার্যালয় কর্তৃক জব্দকৃত ১৬৮৬ নং আর এস খতিয়ান ব্যতীত।

০২। বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস কর্তৃক ২৬-১২-২০২৪ তারিখে প্রকাশিত গেজেট-এর ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭১.১৯.৪২১ নং স্মারকে ৪ নং ক্রমিকের অংশটুকু এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৮.২৪.১৫৮—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির খতিয়ানের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	খতিয়ান নম্বর	থানা	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	বাইপাইল	৪৮	০১ (এক)টি	৪১০৪	সাভার	ঢাকা	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ১০৬৭০/২০১২ নং রিট পিটিশন নিস্পত্তি হওয়ায়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২/১১ আগস্ট ২০২৫

নং ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৮৮.২৫–২১০—যেহেতু, জনাব শিরিন আক্তার, পরিবার কল্যাণ সহকারী, ২/ক ইউনিট, চরখলিফা ইউনিয়ন, দৌলতখান, ভোলা-এর বিরুদ্ধে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী ইনজেকশন ডিপো-প্রভেরা ক্রয় বিক্রয়ের কথোপকথনের অডিও ক্লিপ প্রকাশিত হয়। প্রাথমিক তদন্তে এ বিষয়ের সত্যতা পাওয়া যায়। জনাব তাপস কুমার শীল, বর্তমানে উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ঝালকাঠি (ভোলা জেলায় কর্মকালীন অভিযোগ) অভিযুক্ত কর্মচারী শিরিন আক্তার-এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বিক লজিস্টিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। অভিযুক্ত কর্মচারীর দ্বারা পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী ইনজেকশন ডিপো-প্রভেরা ক্রয় বিক্রয়ের মতো গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হওয়ায় উপপরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা হিসেবে তার অবহেলা/তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়;

০২। যেহেতু, তার এহেন আচরণ সরকারি চাকরির শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী কর্মকাণ্ড যা 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

০৩। যেহেতু, উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ২২-০৬-২০২৫ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৮৮.২৫-১৬০ নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে তিনি বলেন, জনাব শিরিন আক্তার-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি। পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী ইনজেকশন ডিপো-প্রভেরা বিক্রির বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি। উল্লিখিত সময়ে ডিপো-প্রভেরা গ্রহণ ও বিতরণ সমান রয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু উপপরিচালক হিসেবে তিনি বিষয়টি জেনে তাৎক্ষনিক ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ইতোমধ্যে আলোচ্য ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পরিবার কল্যাণ সহকারী জনাব শিরিন আক্তার, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক জনাব মনির আহম্মদ এবং উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মো: জামাল উদ্দিন-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সাময়িক বরখাস্তের আদেশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যাহার করে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি চেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

০৫। সেহেতু, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত জবাব, উভয় পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি। সার্বিক বিবেচনায় অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় জনাব তাপস কুমার শীল, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ঝালকাঠি (ভোলা জেলায় কর্মকালীন অভিযোগ)-কে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

০৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ডা. মোঃ সারোয়ার বারী
সচিব।

নার্সিং শিক্ষা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪৩২/০৩ আগস্ট ২০২৫

নং ৫৯.০০.০০০০.১৪৩.০৬.০৩.২০.৪২১—বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন (২০১৬ সালের ৪৮ নং আইন এবং সংশোধনী আইন-২০২৩)-এর ধারা-৪ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল পুনর্গঠন করা হলো:

ক. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে, যিনি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট;

খ. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা;

গ. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা;

ঘ. মহাপরিচালক, সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর, সেনা সদর, ঢাকা;

ঙ. অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত;

চ. মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা;

ছ. পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা;

জ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

ঝ. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

ঞ. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

ট. অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা;

ঠ. অধ্যক্ষ, হলি ফ্যামেলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ, ১ নং ইস্কার্টন গার্ডেন রোড, ঢাকা;

ড. অধ্যক্ষ, ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা;

ঢ. অধ্যক্ষ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিটফোর্ড, ঢাকা;

ণ. অধ্যক্ষ, গ্রামীণ ক্যালিডোনিয়ান কলেজ অব নার্সিং, দিয়াবাড়ী, ঢাকা;

ত. অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্স নার্সিং কলেজ (বিআইএইচএস), দারুস সালাম রোড, ঢাকা;

থ. বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উক্ত কাউন্সিলের অন্যূন ডেপুটি-রেজিস্ট্রার পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

দ. ডিন, ফ্যাকাল্টি অব নার্সিং, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা;

ধ. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট;

ন. রাহেলা খাতুন, নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, বারডেম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা;

প. ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন;

ফ. আসমা খাতুন, সভাপতি, বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি;

ব. রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, ঢাকা।

০২। এই কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাহিদা পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২/১৩ আগস্ট ২০২৫

নং ৪৬.০৪০০.০৪২.৯৯.০৫৬.১৯.১৭৬৩—বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল-এর ০৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের ৪৬.১০.০০০০.০০০.০০৯.৯৯.০০৩০.২৫.১৯৩ সংখ্যক স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে The Bengal Ferries Act, 1885-এর ৬ ধারা মোতাবেক ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলার আওতাধীন 'কাঠালিয়া-মোকামিয়া' আন্তঃজেলা খেয়াঘাট-টি এতদ্দ্বারা বিলুপ্ত করা হলো।

নং ৪৬.০৪২.০১৪.৫৯.০০২.১২৪.১৩.১৭৬৫—বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট-এর ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ০৫.৪৬.০০০০.০০৭.১৮.০২২.১৫.৯৯৫ সংখ্যক স্মারক, ২৮ মার্চ ২০২৪ তারিখের ০৫.৪৬.০০০০.০০৭.১৮.০২২.১৫.২১৪ সংখ্যক স্মারক এবং হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের ২৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের ৪৬.৬০.৩৬০০.০০১.৯৯.০৯৬.২০২৪–১২৮ সংখ্যক স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে The Bengal Ferries Act, 1885-এর ৬ ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত খেয়াঘাট (৩+১)=০৪টি এতদ্দ্বারা বিলুপ্ত করা হলো:

ক্রমিক	খেয়াঘাটের নাম	অবস্থান/উপজেলা	এখতিয়ারাধীন জেলা পরিষদ
০১	জাফলং খেয়াঘাট	গোয়াইনঘাট	সিলেট
০২	জুরিরমুখ-বুরিকারী খেয়াঘাট	ফেঞ্চুগঞ্জ	
০৩	খাজাঞ্চি রাজাগঞ্জ খেয়াঘাট	বিশ্বনাথ	
০৪	ভাদৈ খেয়াঘাট	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খোন্দকার ফরহাদ আহমদ
উপসচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০২ ভাদ্র ১৪৩২/১৭ আগস্ট ২০২৫

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০১০.২০২৪.১১৫**— যেহেতু, আপনি জনাব কানিজ ফাতেমা চৌধুরী, পিতা-সাহাদাত হোসেন চৌধুরী, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-বিজয়করা, ডাকঘর- বিজয়করা, থানা- চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা; বর্তমানে মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ডাটা এন্ড পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ঢাকায় (সংযুক্ত, ভিসা সেল, এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট) কর্মরত আছেন;

যেহেতু, অফিসে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আপনি প্রতিনিয়ত বিলম্বে অফিসে উপস্থিত হন এবং প্রায়ই কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন; এহেন কর্মকাণ্ডের জন্য আপনাকে মৌখিক/লিখিতভাবে সতর্ক করা সত্ত্বেও আপনি নিজ দায়িত্বে সচেতন হন নাই এবং অফিসে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না;

যেহেতু, গত ১১-০৭-২০২৪ তারিখে অফিসিয়াল প্রয়োজনে আনুমানিক ১৫.০০ ঘটিকায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) কর্তৃক আপনাকে মোবাইল ফোনে ফোন করা হলে আপনি অফিস ত্যাগ করে ঢাকায় চলে এসেছেন মর্মে জানান। পরবর্তীতে আপনি কেন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন জানতে চাইলে আপনি বলেন যে, আমি কি তাহলে চলে যাবো? এর প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন) ইতিপূর্বে আপনি এভাবে সাপ্তাহিক ছুটিতে অথবা কর্মদিবসে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত আরো কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন কিনা- উক্ত বিষয়ে লিখিতভাবে একটি বিবৃতি প্রদানের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশক্রমে আপনাকে মৌখিকভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন। কিন্তু আপনি উক্ত বিষয়ে কোনো লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন নাই। বিবৃতি প্রদান না করায় এতদ্বিষয়ে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে গত ১৭-০৭-২০২৪ তারিখ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট ভিসা ও ইমিগ্রেশন)- কে তাগিদ দেয়া হলে তিনিও আপনাকে এ বিষয়ে তাগিদ দেন। উপায়ান্তর না দেখে আপনি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক- কে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসএমএস-এর মাধ্যমে জানান যে, আপনি অসুস্থতার কারণে আপনার কর্মস্থল ভিসা সেল, এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেটে যোগদানের পর হতেই অনুপস্থিত রয়েছেন এবং এ বিষয়ে আপনি ডাক্তারী সার্টিফিকেট/বিভিন্ন ডকুমেন্টসহ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে দেখা করতে চান। অর্থাৎ আপনি অনুমতি ব্যতিত গত ১০-০৬-২০২৪ তারিখ হতে ১৮-০৭-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং এতদ্বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে মিথ্যাচার করেন;

যেহেতু, আপনার কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায় হতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলাজনিত কারণে মহাপরিচালক কর্তৃক আপনার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের লোকেশন সংক্রান্ত তথ্য ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (NTMC) হতে সংগ্রহ করা হয়। আপনার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের লোকেশনের প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আপনি বর্তমান কর্মস্থলে ১০-০৬-২০২৪ হতে ১৫-০৮-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪৪ (চুয়াল্লিশ) কর্মদিবসের মধ্যে মাত্র ০৩ (তিন) কর্মদিবস কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং বাকী ৪১ (একচল্লিশ) কর্মদিবস কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এতদ্বিষয়ে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০১.০০০০.১০১.৩৯.০৩৫. ২০.১৫২১, তারিখ: ১৫-০৯-২০২৪ এর মাধ্যমে কারণ দর্শানো হলে আপনার কর্তৃক দাখিলকৃত উক্ত কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য হয়নি;

যেহেতু, আপনার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুসারে 'অসদাচরণ' এর শামিল;

যেহেতু, উপর্যুক্ত অপরাধে আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ১০/২০২৪ রুজুপূর্বক অভিযোগনামার জবাব দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয় এবং আপনি জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, আপনার অভিযোগনামার জবাব বিবেচনা করে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযোগনামার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে আপনার বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব কানিজ ফাতেমা চৌধুরী, মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ডাটা এন্ড পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ঢাকা (সংযুক্ত: ভিসা সেল, এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪ (২) (ক) বিধি অনুযায়ী আপনাকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো এবং আপনার অনুপস্থিত কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৯.২০২৪.১১৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত) বর্তমানে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, খাগড়াছড়ি-তে কর্মরত আছেন;

যেহেতু, তিনি তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার, যশোরে কর্মরত থাকাকালীন ২৯-০৩-২০২৪ তারিখ হতে ৩০-০৩-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কর্মস্থল ত্যাগ করে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসঙ্গত আদেশ অমান্য করায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের স্মারক নং ৫৮.০১.০০০০.১০১.৪০.০৫০.১৬.৫০০, তারিখ ৩১-০৩-২০২৪ এর মাধ্যমে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে তার কর্তৃক দাখিলকৃত উক্ত কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব গ্রহণযোগ্য ও সন্তোষজনক নয় মর্মে কর্তৃপক্ষের নিকট গৃহীত হয়;

যেহেতু, তার কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায় হতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলাজনিত কারণে মহাপরিচালক কর্তৃক তার মোবাইল ফোনের লোকেশন সংক্রান্ত তথ্য ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (NTMC) হতে সংগ্রহ করা হয়। তার মোবাইল ফোনের লোকেশনের প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার, যশোরে কর্মরত থাকাকালীন ১৮-১০-২০২৩ তারিখ হতে ১৮-০৪-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ১২২ (একশত বাইশ) কর্মদিবসের মধ্যে ২৭ (সাতাশ) দিন পূর্ণদিবস ও ১৪ (চৌদ্দ) দিন অর্ধদিবস কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং বাকী ৮১ (একাশি) দিন তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, তার এহেন আচরণ এর জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী তাকে **'অসদাচরণ'** এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২০২৪ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত গত ০২-০১-২০২৫ তারিখে উক্ত অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ১২-০৩-২০২৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য ইত্যাদি পর্যালোচনায় গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ (২)(খ) অনুযায়ী 'লঘুদণ্ড' আরোপ করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত) আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, খাগড়াছড়ি- কে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪ (২) (খ) অনুযায়ী **দুই বছরের জন্য 'একটি বেতন বৃদ্ধি স্থগিতকরণ'** লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তার অনুপস্থিতিকাল (কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ৮১ (একাশি) দিন) 'অসাধারণ ছুটি' হিসেবে এবং তার সাময়িক বরখাস্থকাল 'কর্মকাল' হিসেবে গণ্য করা হলো। একই সঙ্গে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ ভাদ্র ১৪৩২/২১ আগস্ট ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০২৬.২৪-২৪০**—যেহেতু, জনাব নিহার রঞ্জন হাওলাদার (বিপি-৭১০১১১৬৪৪১), সাবেক বিশেষ পুলিশ সুপার ও বর্তমানে পদাবনতির আদেশে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিটিসি), সিআইডি, ঢাকা ইতঃপূর্বে পুলিশ সুপার, রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত হিসাবে কর্মরত থাকাকালে ২০২০ ও ২০২১ সালে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অভিযোগকারী জনৈক মোঃ আবু বাক্কার সিদ্দিক, পিতা মৃত. বেলাল উদ্দিন, গ্রাম: শ্রীমন্তপুর, উপজেলা: গোদাগাড়ী, রাজশাহী-এর নিকট হতে এবং বেশিরভাগ সময় তার ভাগ্নে জনাব মোঃ খাত্তাব আলীর মাধ্যমে বিভিন্ন তারিখ/সময়ে সরাসরি ও চেক মারফত সর্বমোট ১২,৯৯,০০০/- (বার লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা ধার নেন। তার মধ্যে তিনি ১৪ দফায় (১৫-০৯-২০২২ তারিখ হতে ০৭-০৪-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত) বিকাশের মাধ্যমে (২,৩৫,২০০+৩,৭০,০০০) =৬,০৫,২০০ (ছয় লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশত) টাকা এবং গত ০৭-০৫-২০২৩ তারিখ সোনালী ব্যাংক, গোদাগড়ী শাখা রাজশাহী সঞ্চয়ী হিসাব নং-৪৬০৮৬০১০২৫০৫৯' তে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকাসহ সর্বসাকুল্যে ৬,১৫,২০০/- (ছয় লক্ষ পনের হাজার দুইশত) টাকা অভিযোগকারীকে ফেরত দেন। অবশিষ্ট ৬,৮৩,৮০০/- (ছয় লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত) টাকা অভিযোগকারীকে পরিশোধ না করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

০২। যেহেতু, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং অভিযোগকারী বা সাক্ষী টাকা দিয়েছে বা লেনদেন হয়েছে তা স্বীকৃত সেহেতু তা 'অসদাচরণ' হিসাবে গণ্য;

০৩। যেহেতু, জনাব নিহার রঞ্জন হাওলাদার (বিপি-৭১০১১১৬৪৪১), সাবেক বিশেষ পুলিশ সুপার ও বর্তমানে পদাবনতির আদেশে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিটিসি), সিআইডি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগকারী বা সাক্ষীর বক্তব্য এবং উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে সামগ্রিক বিবেচনায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'(Misconduct)-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪ (২) এর উপ-বিধি (১) (ক) মোতাবেক 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৪ ভাদ্র ১৪৩২/১৯ আগস্ট ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৫১.২০২৫-৫১০**— যেহেতু, জনাব সুশংকর পাল, (বিপি-৮১০৮১২৩১৫০), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট থানার সালুটিকর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সাবেক ইনচার্জ, বর্তমানে পদাবনমিত এসআই, ছাতক সার্কেল অফিস, সুনামগঞ্জ জেলা। তিনি গোয়াইনঘাট থানার সালুটিকর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ থাকাকালে ভিকটিম সোহেল মিয়ার সাথে পার্শ্ববর্তী জনৈক আজিজুর রহমানের মেয়ে সাহিদার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের কারণে ঘটনার দিন রাত্রে ভিকটিম সোহেল মিয়া আজিজুর রহমানের বাড়িতে সাহিদার সাথে দেখা করতে যান। বিষয়টি বাড়ির লোকজন জানতে পেরে ভিকটিম সোহেলকে আটক করে মারধর করে গাছের সাথে বেঁধে রাখে। বিষয়টি উপস্থিত জনতার মধ্যে কেউ মোবাইল ফোনে ভিডিও করে অনলাইনে ছেড়ে দেন। পরে স্থানীয় সালুটিকর তদন্ত কেন্দ্রে সংবাদ দেয়া হয় যে, আজিজুর রহমানের বাড়িতে চোর ধরা হয়েছে। এ সংবাদের ভিত্তিতে কেন্দ্রের ইনচার্জ অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক সুশংকর পাল ঘটনাস্থলে যান এবং আটক সোহেলকে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে সোহেল মিয়ার নিকট হতে ১২(বার) পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার দেখিয়ে নিজে বাদী হয়ে একটি মাদক মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলার এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক কেনা বেচার সময় তিনি অভিযান পরিচালনা করে ভিকটিম সোহেল মিয়াকে আটক করেন। পরবর্তীতে ভিকটিম সোহেল মিয়ার মা প্রকৃত ঘটনার বিষয়টি জেনে নিজে বাদী হয়ে আজিজুর রহমান গংদের আসামী করে শিশু নির্যাতন আইনে থানায় অপর একটি মামলা করেন। একই ঘটনার দুইটি মামলায় ভিন্নরূপ সৃষ্টি হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত হতে বিরূপ মন্তব্যসহ বিভাগীয় মামলা রুজু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এর দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী 'অদক্ষতা ও অসদাচরণ' এর অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন (ফাইন্ডিংস) দাখিল করেন। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ (৩)(ক) মোতাবেক তার বিরুদ্ধে 'গুরুদণ্ড' হিসেবে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

০২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ১৩-০৮-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব সুশংকর পাল, (বিপি-৮১০৮১২৩১৫০), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট থানার সালুটিকর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সাবেক ইনচার্জ, বর্তমানে পদাবনমিত এসআই, ছাতক সার্কেল অফিস, সুনামগঞ্জ জেলা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ (৩)(ক) মোতাবেক তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত "গুরুদণ্ড" হিসেবে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" দণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৪.২০-৫১১**— যেহেতু, জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, বিপি-৮৮১৪১৬৬২৮৪, সহকারী পুলিশ কমিশনার, কাউনিয়া থানা, উত্তর বিভাগ, বিএমপি, বরিশাল হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০১১.০৪.০০১.২০১৭-২৭৮৮ তারিখ- ০৪-০৮-২০১৮ মূলে সহকারী পুলিশ সুপার হিসাবে রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, সিলেটে সংযুক্ত থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৪.২০২০.১৩৩ তারিখ-২৪-০৮-২০২০ মূলে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত হন। তিনি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় সংযুক্ত থেকে ০৫-০৫-২০২২ তারিখ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, সিলেট হতে গরহাজির হন। রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, সিলেট স্মারক নং-৪৪.০১.৬০০০.০১৯.০৫.০০২.২০.৪২৪৯ তারিখ-০৬-০৫-২০২২ মূলে তার গরহাজির প্রতিবেদন পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। তিনি ০৫-০৫-২০২২ তারিখ হতে ২৫-০৬-২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫১ দিন গরহাজির থেকে ২৬-০৬-২০২২ তারিখ পূর্বাহ্নে সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে যোগদান করেন। বাংলাদেশ পুলিশের মতো একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর কর্মকর্তা হয়ে তার এহেন কার্যকলাপ বিভাগীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং "অসদাচরণ" এর শামিল। উল্লিখিত অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং গত ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭. ০০৪.২০-৪১৯ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা জানতে চাওয়া হয়;

০২। যেহেতু, জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, বিপি-৮৮১৪১৬৬২৮৪, সহকারী পুলিশ কমিশনার, কাউনিয়া থানা, উত্তর বিভাগ, বিএমপি, বরিশাল লিখিত জবাব দাখিল করেন; এবং

০৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি ও কাগজপত্র পর্যালোচনায় তার জবাব সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়নি। তার বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তার ক্ষেত্রে লঘুদণ্ড আরোপযোগ্য বলে বিবেচিত হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান, বিপি-৮৮১৪১৬৬২৮৪, সহকারী পুলিশ কমিশনার, কাউনিয়া থানা, উত্তর বিভাগ, বিএমপি, বরিশাল-কে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪ (২) (ক) এর মোতাবেক তাকে লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' প্রদান করা হলো। তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির মেয়াদ অর্থাৎ ০৫-০৫-২০২২ হতে ২৫-০৬-২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫১ দিন গড় বেতনে অর্জিত ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৬ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২১ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০৪.০০৩০.২২.১০৭১**—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বরিশাল এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার মামলা নং-০১, জি আর নং-১৬৮, তারিখ:- ০১-০৭-২০২৫ খ্রিঃ অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৯৫-ক/৫০৬ ধারা ধারামতে মামলা দায়েরের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের ভূতাপেক্ষ পূর্বানুমতি (Consent) প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিউল আলম
সহকারী সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০২ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৭ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০০/২০২৫/কাস্টমস/২২৬**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত মেসার্স র‌্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড ডিউটি ফ্রি শপ [বন্ড লাইসেন্স নং-৮৫৭/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৩, তারিখ: ১১-০৪-২০১৩ খ্রি.] এর অনুকূলে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো:

ক্র.নং	পণ্যের বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	১,৮০,০০০.০০
২	লিকার	১৬,০০০.০০
৩	কসমেটিক্স, কনফেকশনারী, পারফিউম ও টয়লেট্রিজ	৪,০০০.০০
	মোট=	**২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) মার্কিন ডলার**

নং **১০১/২০২৫/কাস্টমস/২২৯**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব কর্তৃক শাহ-আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম এ অবস্থিত মেসার্স এম্পোরিয়াম ডিউটি ফ্রি [বন্ড লাইসেন্স নং-৫(১৩)/কাবক/ চট্ট:/শুল্কমুক্ত বিপনী/লাই:/০৩/২০১৩, তারিখ: ২১-০১-২০১৩ খ্রি.] নামীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো:

ক্র.নং	পণ্যের বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১	Alcoholic Beverage (Liquor, Beer, Wine)	১,০৭,০০০.০০
২	Cigarettes & Tobacco	২৩,০০০.০০
৩	Cosmetic and Toiletries	৩,০০০.০০
৪	Beverage (Non-alcoholic), Confectionery, Electronics, Gift Item	৫,০০০.০০
	মোট=	**১,৩৮,০০০.০০ (এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার) মার্কিন ডলার**

তারিখ: ০৩ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০১/২০২৫/কাস্টমস/২৩৫**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব কর্তৃক ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠান মেসার্স সাবের ট্রেডার্স লি: [বন্ড লাইসেন্স নং- ৪/কাস/এসবিডব্লিউ/১৯৮২, তারিখ: ১৬-০২-১৯৮২ খ্রি.] এর অনুকূলে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো:

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২৫-২৬ অর্থবছরে আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ
১	মেসার্স সাবের ট্রেডার্স লি:	১৯,৬৩,২২৮.০০ (উনিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার দুইশত আটাশ) মার্কিন ডলার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ আল আমিন
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রশাসন অনুবিভাগ-১

প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২ /২৮ জুলাই ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০৩৬.০১৮.২৭.০০১৪.২৪-২৯২**— যেহেতু, জনাব মফিজুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(রিজার্ভ), গণপূর্ত বিশেষ ডিজাইন ইউনিট-২, পূর্ত ভবন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের University of South Folrida-তে MS in Civil Engineering কোর্সে অধ্যয়নের অনুমতিসহ ২০-১২-২০২৩ থেকে ১৮-১২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণ মঞ্জুরির জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে আবেদন করেন। তার প্রেষণ মঞ্জুরির আবেদনটি গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ১২-১২-২০২৩ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। তার অনুকূলে ইস্যুকৃত Offer Letter-এ সমগ্র কোর্সে অধ্যয়নের শতভাগ ব্যয় বহনের বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে তার আবেদনটি বিবেচনা করার সুযোগ নেই মর্মে জানানো হয়। তিনি ০৮-০১-২০২৪ তারিখ থেকে বিনা

অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ২১-০৩-২০২৪ তারিখ তাকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি অদ্যবধি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি এবং কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মফিজুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে **'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর** অভিযোগে ০৫/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। তিনি ০৬-১১-২০২৪ তারিখ বিভাগীয় মামলার প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তাকে শুনানির জন্য নোটিশ প্রদান করা হলেও তিনি শুনানিতে উপস্থিত হননি;

০২। যেহেতু, উপর্যুক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব আবুল বাকের মোঃ তৌহিদকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মফিজুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(রিজার্ভ), গণপূত অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধিতে উল্লিখিত 'অসদাচরণ' এবং বিধি ৩(গ) তে উল্লিখিত 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

০৩। যেহেতু, তদন্তে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৫-০৪-২০২৫ তারিখ ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি -৭ এর উপবিধি -১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মফিজুল ইসলামকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

০৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব মফিজুল ইসলামকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মফিজুল ইসলামকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

০৫। সেহেতু, জনাব মফিজুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' **এর** অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' **এর** অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পার-২ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২/১৪ আগস্ট ২০২৫

নং ৫৯.০০.০০০০.১১০.১৫.০০১.১৭(অংশ-১)-৫৬২—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৩১ জুলাই ২০২৫ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫৯.১৫.০২২.৯৬-১২৮ নম্বর স্মারকের মতামত অনুযায়ী মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল, মোহাম্মদপুর, ঢাকা শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত 'কুক হেলপার (গ্রেড-২০)' এর পদটি শূন্য থাকায় উক্ত পদ বিলুপ্তি করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মুহাম্মদ মকবুল হোসেন
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১১
এল. এ কেস নং-৫৯/৮১-৮২
ফরম নং-"ঘ"
"ঘোষণা পত্র"
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৫ ভাদ্র ১৪৩২/২০ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৪৬.২৫.১৮২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নম্বর আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২১-০৯-৮১ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-মৌলভীবাজার, উপজেলা-রাজনগর, মৌজা-রাজনগর, জেএল নং-১০৪।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২৬৯	১৬৬২(অংশ)	০.০১
২৬৯	১৬৬৩(অংশ)	০.১৮
২৬৯	১৬৬৪(পূর্ণ)	০.৩৩
২৬৭	১৬৬৫(অংশ)	০.৩৭
২৬৭	১৬৬৬(পূর্ণ)	০.২২
২৬৭	১৬৬৭(অংশ)	০.১৬
২৬৫	১৬৬৯(পূর্ণ)	০.৩৩
২৬৫	১৬৭০(অংশ)	০.১৮

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২৬৫	১৬৭১(অংশ)	০.০২
২৬৭	১৬৮২(অংশ)	০.০৩
২৬৩	১৬৮৩(পূর্ণ)	০.০৫
২৬৩	১৬৮৫(অংশ)	০.০১
২১২/৪	১৬৮৬(পূর্ণ)	০.১৮
২৬৭	১৬৮৭(পূর্ণ)	০.১৩
২৬৫	১৬৮৮(পূর্ণ)	০.১৩
২৪৫	১৬৯০(অংশ)	০.৭০
২৩০	১৬৯১(অংশ)	০.০৪
৩৪৯	১৭৫৭(অংশ)	০.০৫
৩৪৯	১৭৬২(অংশ)	০.৮২
২৮৮/৪	১৭৬৩(পূর্ণ)	০.১২
৩৪৯	১৭৬৪(অংশ)	০.২৪
৪৭৫	১৭৬৭(অংশ)	০.০২
৪৭৫	১৭৬৮(পূর্ণ)	০.০৮
৩৪৯	১৭৬৯(পূর্ণ)	০.১৭
৩৫৫	১৭৭০(পূর্ণ)	০.১১
৩৪৯	১৭৭২(অংশ)	০.০১
১৯	১৭৭৬(অংশ)	০.০৭
১৭	১৭৮২(অংশ)	০.০৩
২৪৪	১৭৮৩(অংশ)	০.১৪
১৭	১৭৮৪(অংশ)	০.০৭
২১	১৭৮৫(পূর্ণ)	০.১০
২৩৮	১৭৮৬(পূর্ণ)	০.১১
২৩৭	১৭৮৭(পূর্ণ)	০.৩৬
২৩৮	১৭৮৮(পূর্ণ)	০.১৬
২৩৮	১৭৮৯(অংশ)	০.০৩
২৩৮	১৭৯০(অংশ)	০.০৭
১০৭	১৭৯১(অংশ)	০.০৪
১১২	১৭৯৩(অংশ)	০.০১
৩৯৫	১৭৯৪(অংশ)	০.০৮
৩/১৫	১৭৯৫(অংশ)	০.০৮
৩৪৯	১৭৯৬(পূর্ণ)	০.১১
১০০	১৭৯৭(পূর্ণ)	০.১০
১০০	১৭৯৮(পূর্ণ)	০.১২
৯৬	১৭৯৯(পূর্ণ)	০.১৯
৯২	১৮০০(অংশ)	০.১০
৭৩	১৮০৯(অংশ)	০.০১
৪৩০	১৮৭৬(অংশ)	০.০৮
	মোট=	**৬.৭৫ একর**

মোট জমির পরিমাণ: ৬.৭৫ একর

অধিগ্রহণ নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার এর এল, এ শাখায় সংরক্ষিত আছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল এ কেস নং-২৯/৭৭-৭৮
"ঘোষণা পত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৫ ভাদ্র ১৪৩২/২০ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১.১২০—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নম্বর আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০৩-৭৮ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং, যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-মৌলভীবাজার, উপজেলা-মৌলভীবাজার সদর, মৌজা-আখাইলকুড়া, জেএল নং-৪৭

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১১৬	২৬২ পূর্ণ	০.০৮
১১৭	২৬৩(অংশ)	০.০৭
১২৫	২৭৯(অংশ)	০.০৪
১৩০	২৮০(অংশ)	০.০৬
১৪৫, ১২৩	৩৭৭(অংশ)	০.০৭
১৯২	৩৭৮ অংশ	০.০৭
	মোট =	**০.৩৯**

মোট জমির পরিমাণ: ০.৩৯ একর

অধিগ্রহণ নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার এর এল, এ শাখায় সংরক্ষিত আছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল এ কেস নং-৯৭/৮১-৮২
"ঘোষণা পত্র"
ফরম নং-"ঘ"
সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৫ ভাদ্র ১৪৩২/২০ আগস্ট ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১.১২০—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নম্বর আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০১-১০-১৯৮১ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং, যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-মৌলভীবাজার, উপজেলা-রাজনগর, মৌজা-বেতাহুন্দা, জেএল নং-১৩

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৪৫৩	৫০৬৫ অংশ	০.৪৩
৭৫৩	৫০৬৬ অংশ	০.১২
৭৪৭	৫০৬৯ অংশ	০.৫০
৭৪৭	৫০৭০ অংশ	০.৫২
৭৩৬	৫০৭১ অংশ	০.১৪
৭৩৬	৫০৭২ অংশ	০.১০
৭৪৬	৫০৭৩ অংশ	০.০৫
৭৪০	৫০৭৪ অংশ	০.০১
৩৭৯	৫০৭৫ অংশ	০.১৭
৩৭৯	৫০৭৬ পূর্ণ	০.১৭
৩৭৯	৫০৮৭ অংশ	০.০৪
৩৭৯	৫০৭৭ অংশ	০.৩৬
৩৭৯	৫০৭৮ অংশ	০.০১
৩৭৮	৫০৯০ অংশ	০.২০
২৬৯	৫০৯১ অংশ	০.০৪
৩৭৯	৫০৯২ পূর্ণ	০.১৩
৩৭৯	৫০৯৩ পূর্ণ	০.১৫
৩৭৯	৫০৯৪ অংশ	০.১০
৩৯১	৫০৯৫ অংশ	০.২১
৩৯৯	৫০৯৬ অংশ	০.০২
৩৮৫	৫১১৬ অংশ	০.১০
২১৬	৫১১৭ পূর্ণ	০.১১
২৮৭	৫১১৮ অংশ	০.২৫
২৬৯	৫১১৯ অংশ	০.০৭
২৩১	৫১২০ অংশ	০. ২২
২২৭	৫১২১ অংশ	০. ৪৫
৩৭৪	৫১২২ অংশ	০. ০১
২২৭	৫১৩৫ অংশ	০. ০৯
২৮৬	৫১৩৬ অংশ	০. ১৪
২৭০	৫১৩৭ অংশ	০.৪২
৩৫১	৫১৩৮ অংশ	০.৩৬
৩০৬	৫১৪১ অংশ	০.০৫
১৫০	৫২৪৫ অংশ	০.০১
৬৭৫	৫২৮৮ অংশ	০.০৬
৬৭৫	৫২৮৯ অংশ	০.২১
৬৮১	৫২৯০ অংশ	০.৪৭
৪৭৭	৫২৯১ অংশ	০.১৪
৯৮০	৫২৯২ অংশ	০.০১
৫২৮	৫২৯৯ অংশ	০.০৬
৯৮১	৫৩০০ অংশ	০.১২
৯৭৯	৫৩০১ অংশ	০.১৪
৯৮১	৫৩০২ পূর্ণ	০.১১
৩১	৫৩০৩ অংশ	০.১০
২৯	৫৩০৪ অংশ	০.২৬
৫৯০	৫৩০৫ অংশ	০.৪২
৫৫৩	৫৩০৬ অংশ	০.১৭
১৩৪,৫৮৬	৫৩০৭ অংশ	০.৬০
১৪৯	৫৩০৮ অংশ	০.০৬
৮৫	৫৩০৯ অংশ	০.২৬
৮৩	৫৩১০ অংশ	০.৮১
১০০	৫৩১১ অংশ	০.০৬
১৩৯	৫৩১২ অংশ	০.২২
৫১৬	৫৩১৪ অংশ	০.১০
২৫	৫৩২১ অংশ	০.০২
৬৮৪	৫৪২১ অংশ	০.১২
৬৭৯	৫৪৩০ অংশ	০.০৪
৬৮৫	৫৪৩১ অংশ	০.৪৫
৫২৪	৫৪৩২ অংশ	০.০৮
৫৮৬	৫৪৩৪ অংশ	০.২৩
৯৫১	৫৪৩৫ অংশ	০.২৫
৯৯৩	৫৪৩৬ অংশ	০.১০
১০১৭	৫৪৩৭ অংশ	০.০৬
৪৯০	৫৪৪৩ পূর্ণ	০.২৮
৪৩২	৫৪৪৪ পূর্ণ	০.৩০
৫১৬	৫৪৪৬ পূর্ণ	০.৩৩
৫৯৪	৫৪৪৭ পূর্ণ	০.৩৭
৪৮১	৫৪৪৮ পূর্ণ	০.১৭
৩৪৮	৫৪৪৯ পূর্ণ	০.০৯
৪৬৬	৫৪৫০ পূর্ণ	০.২৭
৪৬৯	৫৪৫১ পূর্ণ	০.৪৮
৪৭৬	৫৪৯৮ অংশ	০.০৩
	মোট	**১৩.৮০ একর**

মোট জমির পরিমাণ: ১৩.৮০ একর

অধিগ্রহণ নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার এর এল, এ শাখায় সংরক্ষিত আছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল এ কেস নং-৩৭/৮০-৮১

"ঘোষণা পত্র"

ফরম নং-"ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৫ ভাদ্র ১৪৩২/২০ আগস্ট ২০২৫

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১.১২০**—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরি) হুকুম দখল (১৯৪৮ সনের ১৩ নম্বর আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৪-০৮-৮১ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং, যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-মৌলভীবাজার, উপজেলা-রাজনগর, মৌজা-হাওর কাউয়াদীঘি, জেএল নং-৮

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১০৯৬, ১৫৭০, ১০২৬	৬৮৩৯ অংশ	১.৩৫
২২৯৯	৬৮৪২ অংশ	০.২৩
১৯৫৭, ১০৬	৭০৭১ অংশ	০.০৭
১৯১	৭০৭২ অংশ	০.১০
১৯৭০	৭০৭৪ অংশ	০.০৪
১৯৭০	৭০৭৫ অংশ	২.৭৫
১৯৫৭	৭০৭৭ অংশ	০.০৪
	মোট	**৪.৫৮ একর**

মোট জমির পরিমাণ: ৪.৫৮ একর

অধিগ্রহণ নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার এর এল, এ শাখায় সংরক্ষিত আছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এল এ কেস নং-২৭/৭৮-৭৯

"ঘোষণা পত্র"

ফরম নং-"ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখলের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৫ ভাদ্র ১৪৩২/২০ আগস্ট ২০২৫

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১.১২০**—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরি) হুকুম দখল (১৯৪৮ সনের ১৩ নম্বর আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৭-০৪-৭৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং, যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-মৌলভীবাজার, উপজেলা-রাজনগর, মৌজা-একামধু জেএল নং-১২৩

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৪০৯	১৬৩৪ অংশ	০.০৪
১২৩	১৬৩৫ অংশ	০.০৫
৬৭৩	১৬৩৬ অংশ	০.০৬
১০১৯	১৬৩৮ পূর্ণ	০.০৪
৪১১	১৬৩৯ পূর্ণ	০.০৫
১৩৬	১৬৪০ অংশ	০.০৫
৫৭৯	১৭০৬ অংশ	০.০৩
২৫৮	১৭০৮ অংশ	০.১০
১০৫৩	১৭০৯ অংশ	০.০৪
	মোট	**০.৪৬**

মোট জমির পরিমাণ: ০.৪৬ একর

অধিগ্রহণ নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার এর এল, এ শাখায় সংরক্ষিত আছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৩ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫ (অংশ-২).৪৪**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার খতিয়ানটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	খতিয়ান নম্বর	থানা	জেলা	মন্তব্য
০১	রাজাবাজার	৩	০১ (এক) টি	৭১	তেজগাঁও	ঢাকা	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৫১৮১/২০০৬ নং রিট পিটিশন ও সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়েরকৃত ১৩২৪/২০১৯ নং সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নিষ্পত্তি হওয়ায়।

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১৩.১৫.১৬০—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	চর জাজিরা	৫৪	৫০৫৬	২৮	লালপুর	নাটোর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
বিএবি ও বয়লার শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ ভাদ্র ১৪৩২/১৮ আগস্ট ২০২৫

নং ৩৬.০০.০০০০.১৩৭.২২.০১৩.২২-৬৬—বয়লার আইন, ২০২২ এর ধারা ৬ এর বিধান মোতাবেক “বয়লার বোর্ড” নামে নিম্নরূপ বোর্ড গঠন করা হইলো:

চেয়ারম্যান

(ক) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(খ) ড. এ. কে. এম মঞ্জুর মোর্শেদ, অধ্যাপক, যন্ত্রকৌশল বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(গ) জনাব মোঃ মোকদম আলী, প্রধান প্রকৌশলী (এমটিএস), বিসিআইসি, ঢাকা

(ঘ) বয়লার নির্মণকারী পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক মনোনীত একজন যন্ত্রপ্রকৌশলী

(ঙ) জনাব মাহবুবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ফ্যাক্টরি অপারেশনস কেমিক্যাল ডিভিশন, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, ঢাকা

(চ) জনাব মো: বাকীবিল্লাহ, প্রাক্তন প্রধান বয়লার পরিদর্শক

(ছ) যুগ্মসচিব, বিএবি ও বয়লার অনুবিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্য সচিব

(জ) প্রধান বয়লার পরিদর্শক, প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা

০২। বয়লার আইন, ২০২২ এর ধারা ৬ মোতাবেক (৩) দফা (খ) হইতে (চ) তে বর্ণিত মনোনীত সদস্যগণের মেয়াদ হইবে ০৩ (তিন) বৎসর। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মনোনীত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগ স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন। আরও শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কোনো মনোনীত সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবেন।

০৩। বোর্ডের কার্যাবলি:

(ক) বয়লার আইন, ২০২২ এর ধারা ৭ এর বিধান মোতাবেক বোর্ডের কার্যাবলি নির্ধারিত হইবে;

(খ) প্রধান বয়লার পরিদর্শক অবিলম্বে বোর্ডের সভা আহবান করিবেন এবং বোর্ডের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

০৪। বোর্ডের সভা আহবান ও অন্যান্য বিষয় উক্ত আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী সম্পাদিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ওবায়দুর রহমান
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২৫ খ্রি.

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১১০.২১-৭৩৪—যেহেতু, ডা. মোঃ মফিজুর রহমান (১১৪১৭৭), মেডিকেল অফিসার, ১০০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতাল, শরীয়তপুর (বর্তমানে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতাল, শরীয়তপুর) এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, শরীয়তপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১১(গ)/৩০ ধারায় রুজুকৃত ১৩৮/২০২১ নং মামলায় বিজ্ঞ আদালত ২৭-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন.

যেহেতু, এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৪-১২-২০২১ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১১০.২১-৪৬৬ নং স্মারকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা মোতাবেক ২৭-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, হাইকোর্ট ফর্ম নং [M] 55A অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ১৩৮/২০২১ নং মামলা হতে খালাস প্রদান করা হয়েছে;

সেহেতু, ডা. মোঃ মফিজুর রহমান এর সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৪-১২-২০২১ খ্রি. তারিখের ৪৬৬ নং স্মারকের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তের সময়কে বিধিমোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হলো। প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: সাইদুর রহমান
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৬ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২১ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৮.১৭-৩৬৬—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ধারা ১১(১)(ঙ) অনুযায়ী ড. মোঃ জাহেদুল ইসলাম-কে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে বোর্ডে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফছানা বিলকিস
উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২/১১ আগস্ট ২০২৫

নং ৩০.০০.০০০০.০১৫.১১.০২৪.২০০৩(অংশ)-১৮১/১১(৩)—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া, বিইউপি, এনডিসি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এর স্থলে বর্তমান বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর চেয়ারম্যান, এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক, বিএসপি, জিইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, এসিএসসি, পিএসসি (বিডি/৮৫৪৫), জিডি (পি)-কে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল)-এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

০২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম মন্ডল
উপসচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২০ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৪.০০.০০০০.০০৩.১১.০৩৫.১২-১১২**—যেহেতু, জনাব কাজী আসাদুল ইসলাম (০১৩০০৮), অধ্যক্ষ (চলতি দায়িত্ব), পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহী ডাক অধিদপ্তরের "বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মকালীন ৫টি দরপত্রের দাপ্তরিক প্রাক্কলন ব্যয়ের তথ্য সর্বনিম্ন দরদাতা মীর আবুল কালামকে তিনি পারস্পরিক যোগসাজস করে অনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য দিয়েছেন এবং মীর আবুল কালাম ৫টি দরপত্রে হুবহু দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ১০% নিম্নদর হিসাবে দশমিক পর্যন্ত সংখ্যা উল্লেখপূর্বক দর দাখিল করেছেন মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ০৩-০৬-২০১৮ তারিখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ধারা অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০১/২০১৮ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বর্ণিত অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব, তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষ্য প্রমাণ, ১ম ও ২য় কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালায় ৪ (২)(খ) বিধি অনুযায়ী "দুইটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি" অক্রমবর্ধিষ্ণু হারে স্থগিত রাখার জন্য এ বিভাগের গত ২৮-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখের স্মারক নম্বর: ১৪.০০.০০০০.০০৬.২৭.০৩১.১৮.২২৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে লঘুদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি আপিল দায়ের করলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত লঘুদণ্ড হ্রাস করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ (২)(খ) বিধি অনুযায়ী "একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি" অক্রমবর্ধিষ্ণু হারে স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, সরকার প্রদত্ত আইনসম্মত সুযোগ অনুসারে কর্মকর্তা বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল বরাবর এ, টি মামলা (ঢাকা-১, ১২৬/২০১৯) দায়ের করেন। বিগত ১১-০৩-২০২০ তারিখে দোতরফা শুনানী অন্তে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল কর্মকর্তার উপর আরোপিত দণ্ডাদেশ "illegal, void, is of no legal effect and are hereby set aside" মর্মে ঘোষণা করত কর্মকর্তার অনুকূলে চাকুরির প্রাপ্য সকল সুবিধা প্রদানের আদেশ দেন;

যেহেতু, কর্তৃপক্ষ এ.টি মামলার রায়ের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপিলেট ট্রাইবুনালে এ.এ.টি মামলা (২০২/২০২০) দায়ের করেন। দোতরফা শুনানী অন্তে বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপিলেট ট্রাইব্যুনাল গত ১৪-০৬-২০২৩ খ্রি: তারিখে সরকারের আপিলটি ডিজএলাউ করে রায় দিলে সেটিও কর্মকর্তার পক্ষে আসে;

যেহেতু, কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ২৩৩০/২০২৩ নম্বর সি.পি.এল, এ দায়ের করেন। দোতরফা শুনানী অন্তে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ গত ০৬-০৩-২০২৫ তারিখে সরকারের আবেদনটি ডিসমিস করে রায় দিলে সেটিও কর্মকর্তার পক্ষে আসে;

যেহেতু, কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ১১০/২০২৫ নম্বর Civil Review Petition দায়ের করেন। দোতরফা শুনানী অন্তে প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ গত ১০-০৭-২০২৫ খ্রি: তারিখে সরকারের আবেদনটি ডিসমিস করে রায় দিলে সেটিও কর্মকর্তার পক্ষে আসে। উক্ত রায়ে কর্মকর্তার উপর আরোপিত দণ্ডাদেশ "illegal, void, is of no legal effect and are hereby set aside" মর্মে ঘোষণা করত কর্মকর্তার অনুকূলে চাকুরির প্রাপ্য সকল সুবিধা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

যেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের মামলা নং-১২৬/২০১৯ (পুরাতন) এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ১১০/২০২৫ নম্বর Civil Review Petition এর গত ১০-০৭-২০২৫ খ্রি. তারিখের রায়ের আলোকে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার প্রদত্ত সাজা মওকুফের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব কাজী আসাদুল ইসলাম (০১৩০০৮), প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, "বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প বর্তমানে অধ্যক্ষ (চলতি দায়িত্ব), পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলায় গত ১৬-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখের ১৪.০০.০০০০.০০৩.১১.০৩৫.১২.১২১ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত লঘুদণ্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুন নাসের খান
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৪ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৯ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৮১৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ হাফিজ আল ফারুক, (বিপি-৮৫১১১৪২৫৪০), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ০১-০২-২০২৫ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

সেহেতু, জনাব মোঃ হাফিজ আল ফারুক, (বিপি-৮৫১১১৪২৫৪০)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩(গ) অনুসারে যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায়ন (Desertion)" এর শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপ-বিধি (১) অনুযায়ী গত ০১-০২-২০২৫ তারিখ থেকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৮১৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা (বিপি-৮০১০১২৬৮৮৮), সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা ও বর্তমানে বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়ে সংযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ২৩-০৪-২০২৫ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

সেহেতু, জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা (বিপি-৮০১০১২৬৮৮৮)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুসারে যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct) ও পলায়ন (Desertion)" এর শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপ-বিধি (১) অনুযায়ী গত ২৩-০৪-২০২৫ তারিখ থেকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.১২.০০০১.২৫.৮৩৬—নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তাকে তার নামের পার্শ্বে বর্ণিত তারিখ হতে ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদান কার হলো:

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও বিবরণ	সহকারী পুলিশ সুপার পদে ধারণগত জ্যেষ্ঠতা প্রদানের তারিখ
১.	জনাব মো: নাসিম খান, পিপিএম (বিপি-৬৬৮৯০১০৫৮৫), সহকারী পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, যশোর সার্কেল	০৬-১২-২০১৮

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুবুর রহমান
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
এডিবি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৬ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২১ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৯.০০.০০০০.০০০.১২৩.১৪.০০০৪.২৩.১৬৪**—আগামী ২৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখ, রোজ রবিবার, বেলা: ১০:০০ টায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সঙ্গে 'চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর' শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া ঋণচুক্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদির উপর Loan Negotiation অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল গঠন করা হলো:

দলনেতা

(১) জনাব এস এম জাকারিয়া হক, এডিবি অনুবিভাগ প্রধান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব সৈয়দ আশরাফুজ্জামান, যুগ্মসচিব, ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৩) জনাব খাদিজা পারভীন, যুগ্মসচিব, এডিবি-১ অধিশাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৪) জনাব মাহমুদুল ইসলাম খান, উপসচিব, এডিবি-১ শাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৫) জনাব আসমা আক্তার, দ্বিতীয় সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(৬) প্রতিনিধি, রেলপথ মন্ত্রণালয়

(৭) প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

(৮) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ

(৯) প্রতিনিধি, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(১০) প্রতিনিধি, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(১১) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে

(১২) প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর।

২। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য যথাসময়ে উক্ত Loan Negotiation -এ অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহমুদুল ইসলাম খান
উপসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ৬ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২১ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০৪/২০২৫/কাস্টমস/২৫২—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হিলি স্থল বন্দর, হাকিমপুর, দিনাজপুরে অবস্থিত মেসার্স হক ট্রেডার্স (বন্ড লাইসেন্স-০৬/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৪, তারিখঃ ২৫-১১-২০১৪ খ্রি.) নামীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-৮৯/২০২৫/কাস্টমস/১১৬, তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৫ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য প্রদত্ত প্রাপ্যতার মেয়াদ প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। উল্লেখ্য, উক্ত বর্ণিত মেয়াদ আমদানি পণ্য পরবর্তী মেয়াদের আমদানি প্রাপ্যতার সাথে সমন্বয় করার শর্তে এ অনুমতি প্রদান করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ আল আমিন
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।